

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। যে নবীর পরে আর কোন নবী নেই সে নবীর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। পরে সমাচার: যদি দুই ঈদ একত্রে পড়ে অর্থাৎ ঈদুল ফতির বা ঈদুল আযহার দনি এবং শুক্রবার যটো হচ্ছে সাপ্তাহিক ঈদরে দনি; এ সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন আসছে: যে ব্যক্তি ঈদরে নামায আদায় করেছে তার উপরে জুমার নামাযও কফর হব? নাকি ঈদরে নামায পড়াই যথেষ্ট এবং জুমার নামাযের পরবর্ত্তে সে ব্যক্তি কি যোহররে নামায আদায় করবে? যোহররে নামাযের জন্যে কমিসজদিগুলোতে আযান দয়া হব; নাকি নয়? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। তাই স্থায়ী কমিটি নিম্নোক্ত ফতোয়া ইস্যু করলেন:

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এ মাসয়ালার সাথে সম্পৃক্ত বেশে কিছু মারফু হাদিস ও মাওকুফ হাদিস রয়েছে; যমেন:

১। যায়দে বনি আরকাম (রাঃ) এর হাদিস: মুয়াবিয়া (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে তার সাথে দুই ঈদ (ঈদ ও জুমা) একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন? তিনি উত্তর দলিলে: হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসে করলেন: তিনি কি করেছিলেন? তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ঈদরে নামায আদায় করেন। অতঃপর জুমার নামায আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ প্রদান করে বলেন: যে ব্যক্তি তা আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে।”[মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারেমি, মুস্তাদরাকে হাকমে। হাকমে বলেন: এ হাদিসটির সনদ সহিহ; কিন্তু বুখারী ও মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেননি। এ হাদিসটির সমর্থনে ইমাম মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ অন্য একটি হাদিস রয়েছে। ইমাম যাহাবীও হাকমের সাথে একমত হয়েছেন। নবী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলেন: এর সনদ জায্যদি (ভাল)]

২। এ হাদিসটির সমর্থনে অপর হাদিসটি হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আজকরে এই দিনে দুইটি ঈদ (ঈদ ও জুমা) এর সমাগম ঘটছে। কউে চাইলে – ঈদরে নামাযে উপস্থিতি হওয়া তার জন্য জুমার নামাযে উপস্থিতি হওয়ার পরবর্ত্তে যথেষ্ট হবে। আমরা জুমার নামায পড়ব।”[যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা

হয়ছে ‘হাকমে’ এ হাদিসটি সংকলন করছেন। এ ছাড়াও এ হাদিসটি বর্ণনা করছেন আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনুল জারুদ, বাইহাকী ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থকারগণ]

৩। ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস: তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দুই ঈদ (জুমা ও ঈদ) এর সমাগম হল। তিনি লোকদরে নিয়ে (ঈদরে) নামায আদায় করার পর বললেন: যবে ব্যক্তি জুমার নামাযে আসতে চায় সে আসতে পারে; আর কটে না আসতে চাইলে সে না আসতে পারে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ] তাবারানি তার ‘আল-মুজাম আল-কাবরি’ গ্রন্থে হাদিসটি এ ভাষায় বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দুই ঈদরে সমাগম হল; ঈদুল ফতির ও জুমার দনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদরে নিয়ে ঈদরে নামায আদায় করলেন। এরপর লোকদরে দকি ফরি বললেন: ওহে লোকসকল, আপনারা কল্যাণ ও সওয়াব অর্জন করছেন। আমরা জুমার নামায আদায় করব। যবে ব্যক্তি আমাদের সাথে জুমার নামায আদায় করতে চান তিনি আদায় করতে পারেন। আর যবে ব্যক্তি তার পরবারে ফরি যতে চান তিনি ফরি যতে পারেন।”

৪। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আজকরে এই দনি দুই ঈদরে সমাগম ঘটছে। কটে চাইলে ঈদরে নামাযে উপস্থিতি হওয়া তার জন্য জুমার নামাযে উপস্থিতি হওয়ার পরবর্ত্তে যথেষ্ট হবে। ইনশা আল্লাহ, আমরা জুমার নামায আদায় করব।[সুনানে ইবনে মাজাহ; বুসরি বলেন: হাদিসটির সনদ সহি এবং বর্ণনাকারীগণ সকলে ছকিহ বা নরিভরযোগ্য]

৫। যাকওয়ান বনি সালহে এর মুরসাল হাদিস: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দুই ঈদরে সমাগম হল; জুমার দনি ও ঈদুল ফতিরের দনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঈদরে) নামায আদায় করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে লোকদরে উদ্দেশ্যে খোতবা দলিলেন। তিনি বললেন: আপনারা যকিরি করছেন এবং কল্যাণ লাভ করছেন। অবশ্য, আমরা জুমার নামায আদায় করব। তাই যবে ব্যক্তি চান যবে, অবস্থান করবনে (অর্থাৎ নজি গৃহে) তিনি তা করতে পারেন। আর যবে ব্যক্তি চান যবে, জুমার নামায আদায় করবনে তিনি জুমার নামায আদায় করতে পারেন।

৬। আতা বনি আবু রাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ইবনে যুবাইর (রাঃ) জুমার দনিরে পূর্বাংগে আমাদেরকে ঈদরে নামায পড়ালেন। পরবর্ত্তীতে আমরা জুমার নামায পড়তে যাই। কিন্তু তিনি না আসাতে আমরা প্রত্যেকে একাকী নামায আদায় করি। সে সময় ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়ফে ছিলেন। যখন আমরা (তার কাছে) এলাম বিষয়টি তার নকিট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন: ইবনে যুবাইর (রাঃ) সুন্নাহ অনুসারে আমল করছেন।[সুনানে আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা ও হাদিসটি সংকলন করছেন তবে অন্য ভাষ্যে এবং তাতে অতিরিক্ত রয়েছে; ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন: দুই ঈদ একত্রিত হলে আমি উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) কে এভাবে করতে দেখেছি]

৭। সহি বুখারী ও মুয়াত্তা মালিকি গ্রন্থে ইবনে আযহার এর ক্রীতদাস আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে; আবু উবাইদ বলেন:

আমি উসমান (রাঃ) এর সাথে দুই ঈদ একত্রিতি হওয়ার দিন উপস্থিতি ছিলাম। সেই দিন ছিল জুমাবার। তিনি খোতবা দায়ের আগের (ঈদরে) নামায পড়ালেন। এরপর খোতবা দলিলে এবং বললেন: “হে লোকসকল, আজকরে এই দিনে আপনাদের জন্য দুইটি ঈদ একত্রিতি হয়েছে। আওয়ালি (মদিনার কছু গ্রামের নাম) এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা জুমার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে চায় তারা অপেক্ষা করতে পারে। আর যারা চলে যেতে চায় আমি তাদেরকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।”

৮। আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার যখন দুই ঈদ একত্রিতি হল তখন তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি জুমার নামায আদায় করতে চায় সে জুমার নামায আদায় করতে পারে। আর যে ব্যক্তি অবস্থান করতে চায় সে অবস্থান করতে পারে। সুফয়ান বলেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার গৃহে অবস্থান করতে চায়। এ রওযায়তেটি মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকও বর্ণিত হয়েছে। অনুবূপ বর্ণনা মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতও আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত উল্লেখিত মারফু হাদিস ও কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত মাওকুফ হাদিসের ভিত্তিতে এবং জমহুর আলমে তাদের ফকিহী গ্রন্থে যা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে সবের ভিত্তিতে স্থায়ী কর্মটি নমিনকোত বখানাবলি সুস্পষ্ট করছে:

১. যে ব্যক্তি ঈদরে নামাযে হায়রি হয়েছেন তাকে জুমার নামাযে উপস্থিতি না হওয়ার অবকাশ দোয়া হবে। তিনি যোহররে ওয়াক্তে যোহররে নামায আদায় করবেন। আর যদি তিনি অবকাশ গ্রহণ না করে ‘আযমিত’ (অবকাশ গ্রহণ না-করা) এর উপর আমল করেন সেটা উত্তম।

২. যিনি ঈদরে নামাযে হায়রি হননি তিনি এ অবকাশ পাবেন না। তাই জুমার নামাযের ফরয বখান তার থেকে রহিত হবে না। তার কর্তব্য হচ্ছে জুমার নামায আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়া। যদি জুমার নামায আদায় করার মত মুসল্লির সংখ্যা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে যোহররে নামায আদায় করবেন।

৩. জুমা মসজিদ (জামে মসজিদ) এর ইমামের দায়িত্ব জুমার নামাযের আয়োজন করা যাতে করে যারা উপস্থিতি হতে চায় তারা উপস্থিতি হতে পারে এবং যারা ঈদরে নামায পড়েনি তারা জুমার নামায পড়তে পারে; যদি জুমার নামায আদায় করার মত সংখ্যা পাওয়া যায়। আর যদি সংখ্যা পাওয়া না যায় তাহলে যোহররে নামায আদায় করবেন।

৪. যিনি ঈদরে নামায আদায় করেছেন এবং জুমার নামায আদায় না করার অবকাশ গ্রহণ করতে চান তিনি যোহররে ওয়াক্ত হওয়ার পর যোহররে নামায আদায় করবেন।

৫. সেই দিন শুধুমাত্র ঐসব মসজিদে আযান উচ্চকতি করা শরয়িতসম্মত হবে যে সকল মসজিদে জুমার নামায আদায় করা হবে। সেই দিন যোহররে নামাযের জন্য আযান দোয়া শরয়িতসম্মত হবে না।

৬। ‘যে ব্যক্তি ঈদরে নামাযে হায়রি হয়েছে তার উপর সেই দিনের জুমার নামাযও নাই, যোহররে নামাযও নাই’ এমন বক্তব্য



সঠিক নয়। এ কারণে আলমেগণ এমন উক্তকি বর্জন করছেন এবং এ অভিমতকে ভুল ও বরিল বলে রায় দিয়েছেন; যাহেতে এটি সুন্নতের খলিফ অভিমত এবং কোন দললি ছাড়া আল্লাহর ফরযকৃত বধিনকে বাদ দয়ার নামান্তর। সম্ভবত এ অভিমত ব্যক্তকারীর কাছে হাদিস (রাসুলের বাণী) ও আছারগুলো (সাহাবীদের বাণীগুলো) পৌঁছনো; যগুলোতে ঈদরে নামায আদায়কারীর জন্য জুমার নামায আদায় করা থেকে অবকাশ দয়া হয়েছে। কিন্তু যোহররে নামায আদায় করা তার উপর ফরয।

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জানেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবির-পরজিন ও তাঁর সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ আল-শাইখ (শাইখের বংশধর), শাইখ আব্দুল্লাহ বনি আব্দুর রহমান আল-গাদইয়ান, শাইখ বকর বনি আব্দুল্লাহ আবু যাইদ, শাইখ সালহে বনি ফাওয়ান আল-ফাওয়ান।